147

তারিখ 09 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নয়া শতাব্দীর জন্য নিজেদের গড়ে তোলার শিক্ষা প্রয়োজন

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন গতকাল শুরু হয়েছে। বিকেলে অধিবেশনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বলেছেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পনের শতকের উপযোগী মননশীলতা অর্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। সেবক হবার শিক্ষার পরিবর্তে এখন প্রয়োজন সৃজনশীলতা উন্মেষকারক শিক্ষা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শিক্ষা, প্রয়োজন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন শতাব্দীর জন্যে নিজেদের গড়ে তোলার শিক্ষা।

ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সিনেটের অন্যান্য

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রফেসর এমাজউদ্দীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজের ১৫ জন সদস্য ছাড়া ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ভিসি'র ভাষণ শেষে সিনেটরদের আলোচনার পর সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের বিরতির প্রাক্কালে অধিবেশন মুলতবি করা হয়। আজ বিকেল ৫টায় অধিবেশন আবার শুরু হবে।

ভিসি'র ভাষণে প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, সার্বিকভাবে সন্ত্রাস নিরসন আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত না হলে এবং রাজনৈতিক মহলে বিপুল পরিমাণ সদিচ্ছা জাগ্রত না হলে আমরা অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো না। গত শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে ১৮ দিন বন্ধ ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র নিহত ও ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করে ভিসি বলেন, এসব মৃত্যু যেমন আমাদের ব্যর্থতার নিদর্শন, অন্যদিকে তেমনি সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর অবসান ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, নানা ঐতিহাসিক কারণে আমরা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সংকটকাল অতিক্রম করছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও সংকটমুক্ত থাকতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে তাই এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাস, সেশনজট ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এই সমস্যার কারণ কিছুটা অভ্যন্তরীণ, অধিকাংশই বাহ্যিক। ভিসি বলেন, বর্তমানের অবস্থা মোটামুটি এক সহনশীল পর্যায়ে এসেছে বটে, কিন্তু এখনো রয়েছে চারদিকে ভীষণ অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বিকাশমান অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছি এবং আইনগত স্বায়ত্তশাসন অর্জন করেছি। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, কৌতূহল ও আনন্দের শর্ত এখনো আমাদের আয়ত্তের বাইরে। ভিসি বলেন, আমাদের গত একশ' বছরের অর্জনের কথা ভেবে আশায় আনন্দে মন ভরে উঠে। আমরা জানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তক্ষয়ী আত্মকলহ, স্নায়ুযুদ্ধের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, মারী মন্বন্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আত্মঘাতী ও অবাঞ্ছিত ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের এগুতে হয়েছে। শুধু এদিকে দৃষ্টি দিলে ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ ঘটে। কিন্তু আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজচিন্তা ও প্রশাসন, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিগত এক শতাব্দীর বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারের দিকে তাকালে সমস্ত হতাশা কেটে যায়। আগামী শতাব্দীর অপরিসীম সম্ভাবনা আমাদের মনে এক সুন্দর কল্প চিত্রের জন্ম দেয়। ভিসি বলেন, পূর্ববর্তী যে কোন শতাব্দীর তুলনায় গত শতাব্দীর অগ্রগতি এত বিরাট যে, আমাদের হাতে ইতিহাসে এর কোন তুলনা মেলে না। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও চিন্তাধারার রূপান্তর, ধনতন্ত্রের নিরংকুশ আধিপত্য, যন্ত্র সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব, গণতন্ত্রের জন্য আকুল আগ্রহ দ্বারা চিহ্নিত বর্তমান যোগসন্ধিতে জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের আত্মশক্তি ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বকীয়তা, বহির্বিশ্ব থেকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধি অর্জন সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি ও সতর্কতা, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন আমাদের অনেক বেশী দরকার। এ কথা অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে অনেক বেশী প্রযোজ্য। কারণ শেষ বিশ্লেষণে জাতির প্রাণ শক্তি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যতটা নিহিত, ততটা আর কোথাও থাকে না।

ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে ভিসি বলেন, একটি ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন পিছানোর দাবী এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দেয়। ফলে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে হয়। তিনি বলেন, যথা সময়ে এ সম্পর্কে আবারো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ভিসির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে আরো ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ভিসির ভাষণ শেষে বেশ কয়েকজন সিনেটর বক্তৃতা করেন। সিনেটর ও ডাকসু'র এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম জরুরীভিত্তিতে সকলের সাথে আলোচনা করে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অপরাধী যে ছাত্র সংগঠনেরই হোক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অপরাধীরা যদি রেহাই পায়, তবে সন্ত্রাস উৎসাহিত হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সকলকে সমান চোখে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি বলেন, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি না করে তা কমানো যায় কি-না ভেবে দেখা যেতে পারে। সৈয়দ রেজাউর রহমানের এক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভিসি বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্টের সাথে মিলে না। ডঃ আনোয়ার হোসেন আইন শিথিল করে একই ছাত্রকে বার বার ভর্তির সুযোগ না দেয়ার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে সিনেটর প্রফেসর আতাউর রহমান, আনম রইস উদ্দীন, ডঃ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর আজাদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আজকের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের বাজেট পেশ করা হতে পারে।